গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-খাদুব্যম/ত্রাক-৩/৩৭-নীতিমালা/২০০৯(অংশ-৩)/৪০০

তারিখঃ ০২ আশ্বিন, ১৪১৬ বঃ
১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয়ঃ গৃহবাবদ মঞ্জুরী (টাকা) বরাদ্দ/বন্টনের নীতিমালা।

কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকান্ড, বন্যা, ভূমিকম্প, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয় অর্থ বছরের বাজেট দুই বা ততোধিক কিসিত্মতে মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের অনুকূলে ছাড় করবে। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর দেশের বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে থোক হিসেবে গৃহবাবদ মঞ্জুরী (টাকা) বরাদ্দ প্রদান করবেন। জেলা প্রশাসকগণ উক্ত থোক বরাদ্দ থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে বরাদ্দকৃত গৃহবাবদ মঞ্জুরী (টাকা) নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বরাদ্দ করবেনঃ-

১। কালবৈশাখী/ঘূর্ণিঝড়/অগ্নিকান্ড/বন্যা/নদীভাঙ্গন/ জলোচ্ছ্বাস/ভূমিকম্প/বজ্রপাতে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রসত্ম ঘর-বাড়ীর ক্ষেত্রে পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১০,০০০/-টাকা এবং আংশিক ক্ষতিগ্রসত্ম ঘর-বাড়ীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫,০০০/-টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক গৃহবাবদ মঞ্জুরী হিসেবে বরাদ্দ করা যাবে।

২। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন-স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/এতিমখানা/মসজিদ/মন্দির/পাঠাগার ইত্যাদির জন্য এক কালীন থোক বরাদ্দ থেকে কোন অর্থ বরাদ্দ করা যাবে না। তবে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের চাহিদা মোতাবেক তা' যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রতিষ্ঠান প্রতি সর্বোচ্চ ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে গৃহবাবদ মঞ্জুরী (টাকা) বরাদ্দ করা যাবেঃ-

(ক) দরখাস্তটি সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য/সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা চেয়ারম্যান/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভার মেয়র/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে ;

(খ) মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত বরাদ্দকৃত গৃহবাবদ মঞ্জুরী টাকা মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর সরাসরি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দ দেবেন। জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকৃত দুঃস্থদের/আবেদনকারীদের মধ্যে গৃহবাবদ মঞ্জুরী টাকা বিতরণ করে মহাপরিচালককে অবহিত করবেন। বরাদ্দকৃত গৃহবাবদ মঞ্জুরী টাকা যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা' মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন। জেলা প্রশাসক বরাবরে ন্যাসত্মকৃত গৃহবাবদ মঞ্জুরীর টাকার যে কোন অপচয়, অনিয়ম রোধে সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক ও মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

(গ) প্রত্যেক বিভাগীয় কমিশনার তার অধীনস্থ জেলাসমূহে গৃহবাবদ মঞ্জুরী (টাকা) বিতরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত তদারকী কর্তৃপক্ষ (Superviser Authority) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঘ) মন্ত্রণালয়কে অবগত রেখে মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর কোন বিশেষ প্রয়োজনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে কোন জেলার অনুকূলে বরাদ্দকৃত গৃহবাবদ মঞ্জুরী (টাকা) জেলা হতে প্রত্যাহার করে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত জেলার অনুকূলে পুনঃ বরাদ্দ দিতে পারবেন।

৩। গৃহবাবদ মঞ্জুরী (টাকা) বরাদ্দের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক উপযুক্ত কর্মকর্তা দ্বারা দরখাস্তের তথ্য-উপাত্তের যথার্থতা যাচাই করবেন। ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণে বরাদ্দের পরও জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্টদের অবহিত রেখে বরাদ্দ বাতিল করবেন।

৪। আবেদনপত্রসমূহে উপসহাপিত তথ্যাদি অসত্য প্রমাণিত হলে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবসহা গ্রহণ করা হবে।

৫। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ক্ষয়ক্ষতির গুরুত্ব বিবেচনায় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অনুকূলে সরাসরি গৃহবাবদ মঞ্জুরী (টাকা) বরাদ্দ প্রদান করতে পারবে। প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অনুকূলে সর্বোচ্চ ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা সরাসরি বরাদ্দ করতে পারবে। এ ধরনের বরাদ্দের হিসাব মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর সংরক্ষণ করবে।

৬। জেলা প্রশাসকের অনুকূলে থোক বরাদ্দকৃত গৃহবাবদ মঞ্জুরী (টাকা) নিঃশেষ হয়ে গেলে তা পুনর্ভরনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানাবে। অধিদপ্তর চাহিদার যথার্থতা/গুরুত্ব/পূর্বে খরচের সঠিকতা ইত্যাদিসহ মজুদ বিবেচনায় থোক বরাদ্দ প্রদান করবে।

৭। অব্যয়িত গৃহবাবদ মঞ্জুরী (টাকা) ৩০শে জুনের অব্যবহিত পরেই যথানিয়মে সরকারী কোষাগারে জমা/ সমর্পণ করতে হবে। কোন অবসহাতেই এক অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ পরবর্তী অর্থ বছরে ব্যয় করা যাবে না।

৮। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর জেলা প্রশাসকগণের নিকট সরকারী মঞ্জুরী আদেশ জারী করবেন এবং হিসাব সংরক্ষণ করবেন। মঞ্জুরী আদেশের একটি কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

৯। সরকার পরিস্থিতি বিবেচনায় এই পরিপত্রের যে কোন অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করতে পারবে।

১০। এই পরিপত্র জারীর প্রেক্ষিতে সাবেক দুর্যোগ ব্যবসহাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ইতোপূর্বে জারীকৃত পরিপত্রসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

(মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ)
যুগ্ম-সচিব (দুঃ ব্যঃ)।

নং-খাদুব্যম/ত্রাক-৩/৩৭-নীতিমালা/২০০৯(অংশ-৩)/৪০০/১(৯৪২) তারিখঃ ১৭ /০৯/ ২০০৯ খ্রিঃ
বিতরণঃ অবগতি ও কার্যার্থেঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার ....(সকল)।
৬। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
৮। জেলা প্রশাসক .... (সকল)।
৯। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। মাননীয় মেয়র এর একামস্ত সচিব, ...সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। মেয়র, পৌরসভা, ... (সকল)।
১৩। উপজেলা চেয়ারম্যান ....(সকল)
১৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল)।
১৫। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ...(সকল)।
১৬। যুগ্ম-সচিব (দুঃ ব্যঃ)/উপ-সচিব (ত্রাক-১/২)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(সায়লা ফারজানা)
সিনিয়র সহকারী সচিব(ত্রাক-৩)।